ধিচিংলালের পরিবর্তন

খন্দকার জাহিদ হাসান

হনুমতীর ঢংগী ছেলের চেহারাটা গোলগাল,
কান দু'টো তার বিরাট বিরাট— নামটা 'ধিচিংলাল'
আড়াই বছর বয়সেই সে ইঁচ্‌ড়ে পাকা ভারী
বনের সকল ছেলের সাথে করতো মারামারি,
বুড়ো দাদু রোদ পোহাতেন ব'সে গাছের ডালে
পেছন থেকে ধাক্কা মেরে দিতো নীচে ফেলে
ধিচিংলাল তার বাবার সাথে মারতো ইয়ার্কি,
হাঁটতো যখন- 'মস্ত আমি!'- ভাবটা এই আর কি!

একদিন সে বনে একা বেড়াচ্ছিলো ঘুরে
বেরিয়ে এলো চারটে মোটা থামেতে ভর ক'রে
ক্ষুদে একটা কালো পাহাড় বন-জংগল ফুঁড়ে,
কুলোর মতোন কান ছিলো তার মাথার দু'পাশ জুড়ে
নাকটা যেন মোটা পাইপ সামনে ছিলো ঝুলে,
লেজটা নেড়ে চলছিলো সে আস্তে হেলে-দুলে।

সাহস ক'রে ধিচিং তারে বললো,''কে গো তুমি?
বয়সটাই বা কতো তোমার, কোথায় জন্মভূমি?''
শান্তভাবে বললো ওটা,''আমি হাতীর ছানা,
এই বনেতেই জন্ম আমার, নামটা হলো 'সোনা',
বয়সটা দুই।''— শুনেই ধিচিং এক দৌড়েই বাসা,
অবাক হোয়ে ভাবলো বসে,''শরীরটা কি খাসা
এই বয়সেই! অথচ তার নেই তো অহংকার!!
খারাপ জনেই অভদ্র হয়, বড়াই করে আর।''

সেদিন থেকেই ধিচিংলাল খুব লক্ষ্মী হোয়ে গেল,
সেদিন থেকেই সবার চোখে ধিচিং খুব-ই ভালো।

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১২/০৪/২০০৬